দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 6 FEB 2013
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের অগ্রণী ভূমিকা

শামছুর রহমান শিশির

সভাপতি আলহাজ্ব এ এম এম বাহাউদ্দীন, জমিয়ত মহাসচিব প্রিন্সিপাল আলহাজ্ব শাব্বীর আহমদ মোমতাজীসহ জমিয়ত নেতৃত্বের সমন্বিত উদ্যোগ বা সুদীর্ঘ কর্মপ্রয়াসের ফসল। ২৭ ডিসেম্বর ২০১২ সালে মানিকগঞ্জের সিদ্দিকনগরস্থ পটলবিলের দরবার শরীফে উপস্থিত এ এম এম বাহাউদ্দীন সাহেব এ উপমহাদেশে ইসলামের গোড়াপত্তনে খানকাহ, দরবার শরীফ ও পীর মাশায়েখদের ভূমিকা নিয়ে যে বস্তুনিষ্ঠ বয়ান করেন তা অত্র এলাকার তৌহিদী জনতাসহ দেশবাসী সুদীর্ঘকাল জমিয়তের ব্যানারে দেশের আলেম সমাজ আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। যার সুফল হিসাবে তৌহিদী ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ ইসলামী আদর্শে ও নৈতিকতায় উজ্জীবিত হওয়ায় বর্তমানে দেশে আইন-শৃংখলা রক্ষায় পাশাপাশি স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ মাদরাসা শিক্ষকদের অরাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সুশীতল ছায়ায় দেশের অলী আউলিয়া পীর মাশায়েখ ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার

মনে রাখবে। তিনি তুরিকা, ইসলামী শিক্ষার বুনিয়াদী ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে সোমালিয়া, আফগানিস্থান ও পাকিস্থানের সমকালীন প্রেক্ষাপটের বিশদ বিবরণ দেন। ২৯ ডিসেম্বর ২০১২ সালে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের রাজশাহী বিভাগীয় সম্মেলনে আলহাজ্ব এ এম এম বাহাউদ্দীনের প্রদত্ত বক্তব্য অত্র এলাকার ইসলামী ভাবধারার রাজনৈতিক নেতা ও সংগঠনের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। আগামী দিনে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী নেতাদের আবির্ভাবের আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি যে জোরালো বক্তব্য দেন তা আমাদের বর্তমান বিশ্বে সবচাইতে আলোচিত বিষয় 'আরব বসন্ত'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বিস্তৃত অঞ্চল যেমন তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, লিবিয়া, মিশর, তুরস্কসহ আশপাশের অঞ্চলগুলোতে আরব বসন্তের জোয়ারে দীর্ঘকালের লৌহমানব খ্যাত ধ্বজাধারী কমিউনিস্ট ও পশ্চিমাদের পদলেহনকারী স্বৈর শাসকদের পতনের মধ্য দিয়ে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসীদের নবজাগরণ এক নতুন রেনেসাঁর জন্ম দিয়েছে। ৩ জানুয়ারি ২০১৩ সালে বৃহত্তর ফরিদপুরের ৫ জেলার মাদরাসা শিক্ষক-কর্মচারীদের সমাবেশে বর্তমান সরকারকে হুঁশিয়ার করে জমিয়তের বর্তমান সভাপতি যে বক্তব্য দেন তা প্রমাণ করে যে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনে তার নেতৃত্ব অপরিহার্য, অনস্বীকার্য। স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদরাসা শিক্ষকদের চাকরির বয়স ৬৫ বছর করা এবং যুগের চাহিদানুযায়ী জনবল ও কাঠামো প্রণয়নের দাবি বর্তমান জমিয়ত নেতৃবৃন্দের সাহসী পদচারণার কারণেই গণমানুষের দাবিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমান সরকারকে ১৯৭৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় অনুষ্ঠিত জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভায় যোগদান ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে বর্তমান জমিয়ত মহাসচিব মহোদয় কৃতজ্ঞতা বোধের পরিচয় দেন।

জমিয়ত নেতৃবৃন্দের আপোষহীন সংগ্রাম ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার, মাদরাসা শিক্ষার আমূল পরিবর্তন, মাদরাসা শিক্ষার গুরুত্ব, মাদরাসা শিক্ষকদের বেতনভাতা, সুযোগ-সুবিধা ও মান-মর্যাদা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে ভোর, রাতের পর রাত, দিনের পর দিন সমগ্র দেশব্যাপী তার ব্যাপক সাংগঠনিক সফর, বিভিন্ন সভা-সেমিনারে ইসলামের উপর তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেশের তৌহিদী জনতার মাঝে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের অরাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বর্তমান জমিয়ত সভাপতির সুযোগ্য নেতৃত্বেই বর্তমান বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এখন অনুকরণীয় পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তার অদম্য সাহস, নির্লোভ চরিত্র, সুষ্ঠু আধুনিক কর্মকৌশল, সুদৃঢ় মনোবল, সততা, স্বাধীন সত্তা ও সুযোগ্য সহকর্মী আলহাজ্ব মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী এবং বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন তথা মুসলমানদের প্রাণের দাবি দেশে পৃথকভাবে একটি ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। মহতী ওই অভিলক্ষের স্বর্ণশেখরে পৌঁছানোর জন্য তিনি এবং জমিয়ত মহাসচিব টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত সকল মাদরাসার শিক্ষকদের নিয়ে বছরের পর বছর আন্দোলন-সংগ্রাম করে এসেছেন। সুদীর্ঘ ওই মহতী অভিলক্ষে পৌঁছতে সরকারের নিকট নিঃস্বার্থ, আত্মনিবেদিত জমিয়ত শীর্ষ ওই নেতাদের

নৈতিকতা অর্জনকারী সুশিক্ষিত শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধতা দেশে স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং শান্তি বিরাজ করছে। মিশরের প্রেসিডেন্ট মুবারক গাদ্দাফী দীর্ঘদিন রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতায় থেকে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষিত জাতি গঠন করতে না পারায় তাকেও ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। আড়াইশ বছরেও এদেশের মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে যা ঘটেনি মাদরাসা শিক্ষকদের অরাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের দাবি ও সুপারিশের ভিত্তিতে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়ন করে চলেছেন। আর এসব দাবি দাওয়া জমিয়তের সুযোগ্য নেতৃবৃন্দের বলিষ্ঠ, আপোষহীন পদক্ষেপ ও মাদরাসা শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ দাবি ও আন্দোলনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের ঐক্যবদ্ধতা ও দাবির প্রেক্ষিতে সৌদি আরব সরকার এদেশের মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসারে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ইতিমধ্যে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ কর্তৃক উত্থাপিত দাবির প্রেক্ষিতে দেশে ৩৫টি মাদরাসাকে মডেল মাদরাসা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। অচিরেই পৃথকভাবে মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর চালুর ব্যাপারে সরকার কাজ করে চলেছে। প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিন (প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-কুষ্টিয়া) বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে মাদরাসা শিক্ষার পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের ৩১টি মাদরাসায় অনার্স কোর্স চালু হয়েছে। এ কোর্স চালু করায় মাদরাসার শিক্ষার্থীরা এখন অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না গিয়েও নির্বিঘ্নে উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যেতে পারছে। এ মাদরাসাসমূহে অনার্স কোর্স চালুর জন্য জমিয়াতুল মোদার্রেছীন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। মাদরাসা শিক্ষা বজায় রেখে ফাজিল, কামিল পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি সিলেবাসে নতুনত্ব নিয়ে আসা হয়েছে। সিরাজগঞ্জ জেলা জমিয়তের সম্মেলনে অধ্যাপক শফিকুর রহমান (পরিচালক-মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর-ঢাকা) তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমান শিক্ষানীতি হচ্ছে একটি আদর্শ, আধুনিক যুগোপযোগী ও মানবিক গুণাবলীর নীতি। এই নীতিতে উজ্জীবিত হয়ে দেশের মাদরাসার শিক্ষার্থীরা আরও আধুনিক, যুগোপযোগী, আদর্শবান ও মানবিক গুণাবলীর অধিকারী হবে। বর্তমানে দেশের মাদরাসার শিক্ষার্থীরা শিক্ষাঙ্গনসহ দেশের সকল স্তরে তাদের মেধা, প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে। ওই সম্মেলনে অধ্যাপক আতাউর রহমান খান (রেজিস্ট্রার-বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড) মাদরাসা শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আলহাজ্ব এ এম এম বাহাউদ্দীনের যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন সংগঠনটি মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি শক্ত অবস্থানে দাঁড় করিয়েছেন। ঢাকার মহাখালীস্থ মসজিদে গাউসুল আযমের খতীব ও দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক কবি রুহুল আমীন খান বলেন, মাদরাসা শিক্ষার হারানো গৌরব ফেরাতে জমিয়ত সভাপতি দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক আলহাজ্ব এ এম এম বাহাউদ্দীনের নেতৃত্ব ও সঠিক দিকনির্দেশনায় টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত সকল মাদরাসা শিক্ষকদের নিয়ে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। বর্তমান জমিয়ত নেতৃবৃন্দের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের বিভিন্ন সম্মেলনে দেয়া বক্তব্য প্রমাণ করে যে তাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন সংগ্রাম সফলতার মুখ দেখতে শুরু করেছে। কোন রাজনৈতিক দল বা কর্মসূচির বাইরেও যে সুসংগঠিত নেতৃত্ব বা সংগঠন কোন বড় ধরনের দাবি আদায় করতে সক্ষম বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন এ উপমহাদেশে তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

লেখক: সাংবাদিক